শত বছরের গুরুত্বপূর্ণ

ক্রিমিনাল রুলিং

অন

* নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন * যৌতুক নিরোধ আইন
* চেক ডিস্‌অনার মামলা * পেনাল কোড * সিআর.পি.সি
* সাক্ষ্য আইন * অস্ত্র আইন * বিশেষ ক্ষমতা আইন
* মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন * দুর্নীতি দমন কমিশন আইন
* শুল্ক আইন

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

পেনাল কোড

কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পেকৃত কার্যাবলী

ধারা-৩৪ দণ্ড বিধির ৩৪ ধারা সহ অপরাধীগণ কখন অভিন্ন অভিপ্রায়ের জন্য দণ্ডিত হবে? ১৩৮

৩৪ ধারা-যৌথ অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করতে তাদের মধ্যে সাধারণ অভিপ্রায় বর্তমান থাকা অবশ্যকীয় কি? ১৩৮

৩৪ ধারা-সাধারণ অভিপ্রায়কে অগ্রবর্তী করা প্রমাণ করতে পূর্ববর্তী কোনো পরিকল্পনা প্রমাণ করা কি আবশ্যক? ১৩৮

দণ্ডবিধির ৩৪ ও ১৪৯ ধারা-বেআইনি জনতার সদস্য হিসেবে একই উদ্দেশ্যে অথবা একাধিক ব্যক্তির প্রত্যেকে একই অভিপ্রায়ে অপরাধ সংঘটনের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৩৯

দণ্ডবিধির ৩৪ ও ৩২৪ ধারা-অপরাধ সংঘটনের সময় কোনো ব্যক্তি অপরাধ কর্ম না করে শুধুমাত্র উপস্থিত থাকলে তাকে কি সাধারণ অভিপ্রায়ে অপরাধ কর্মটি সংঘটন করার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ১৪০

ধারা-৩৫ক যখন অনুরূপ কোন কার্য, কোন অপরাধমূলক জ্ঞান কিংবা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার কারণে অপরাধমূলক হয় ১৪৭

ধারা-৫৭ দণ্ডের মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ ১৪৭

ধারা-৮৩ নয় বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য ... ১৪৮

দণ্ডবিধির ৮৩ ধারা-৭ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকে কোনো অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে সে তার কৃতকর্মের ফলাফল বোঝাতে পারার মতো পরিপক্কতা অর্জন করেছিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি আবশ্যক? ১৪৮

ধারা-৮৪ অপ্রকৃতিস্ত ব্যক্তির কার্য ১৪৮

দণ্ডবিধির ৮৪ ধারা-বিকৃতমনা অবস্থায় ঘটনা সংঘটনের দায় থেকে কখন আসামি অব্যাহতি পেতে পারে? ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা বিকৃতমনা অবস্থায় আসামি অপরাধ সংঘটন করেছে বলে অজুহাত প্রদর্শন করলে তা প্রমাণের দায়িত্ব কার উপর? ১৪৮

৮৪ ধারা ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৪৭১ ধারা ও ১৯১২ সালের বিকৃতমনা আইনের ৩ ও ২৪ ধারা-ঘটনার সময় আসামি বিকৃতমনা থাকলে তাকে কি পাগলা গারদে পাঠানো ব্যতীত খালাস প্রদান করা যায়? ১৪৮

দণ্ড বিধির ৮৪ ধারা- যেক্ষেত্রে আসামি বিকৃতমনা কি না সে সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে আসামি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ন্যায় বিচার কি বিঘ্নিত হয়? ১৪৯

সামান্য ক্ষতি করার কার্যধারা

ধারা-৯৬ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত বিষয়সমূহ ১৪৯

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারা-আত্মরক্ষার অধিকার-যেখানে দুইপক্ষ মারামারি করে সেখানে কি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের দাবি প্রযোজ্য? ১৪৯

পেনাল কোড

কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পেকৃত কার্যাবলী

ধারা-৩৪ দণ্ড বিধির ৩৪ ধারা সহ অপরাধীগণ কখন অভিন্ন অভিপ্রায়ের জন্য দণ্ডিত হবে? ১৩৮

৩৪ ধারা-যৌথ অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করতে তাদের মধ্যে সাধারণ অভিপ্রায় বর্তমান থাকা অবশ্যকীয় কি? ১৩৮

৩৪ ধারা-সাধারণ অভিপ্রায়কে অগ্রবর্তী করা প্রমাণ করতে পূর্ববর্তী কোনো পরিকল্পনা প্রমাণ করা কি আবশ্যক? ১৩৮

দণ্ডবিধির ৩৪ ও ১৪৯ ধারা-বেআইনি জনতার সদস্য হিসেবে একই উদ্দেশ্যে অথবা একাধিক ব্যক্তির প্রত্যেকে একই অভিপ্রায়ে অপরাধ সংঘটনের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৩৯

দণ্ডবিধির ৩৪ ও ৩২৪ ধারা-অপরাধ সংঘটনের সময় কোনো ব্যক্তি অপরাধ কর্ম না করে শুধুমাত্র উপস্থিত থাকলে তাকে কি সাধারণ অভিপ্রায়ে অপরাধ কর্মটি সংঘটন করার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ১৪০

ধারা-৩৫ক যখন অনুরূপ কোন কার্য, কোন অপরাধমূলক জ্ঞান কিংবা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার কারণে অপরাধমূলক হয় ১৪৭

ধারা-৫৭ দণ্ডের মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ ১৪৭

ধারা-৮৩ নয় বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য ... ১৪৮

দণ্ডবিধির ৮৩ ধারা-৭ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকে কোনো অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে সে তার কৃতকর্মের ফলাফল বোঝাতে পারার মতো পরিপক্কতা অর্জন করেছিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি আবশ্যক? ১৪৮

ধারা-৮৪ অপ্রকৃতিস্ত ব্যক্তির কার্য ১৪৮

দণ্ডবিধির ৮৪ ধারা-বিকৃতমনা অবস্থায় ঘটনা সংঘটনের দায় থেকে কখন আসামি অব্যাহতি পেতে পারে? ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা বিকৃতমনা অবস্থায় আসামি অপরাধ সংঘটন করেছে বলে অজুহাত প্রদর্শন করলে তা প্রমাণের দায়িত্ব কার উপর? ১৪৮

৮৪ ধারা ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৪৭১ ধারা ও ১৯১২ সালের বিকৃতমনা আইনের ৩ ও ২৪ ধারা-ঘটনার সময় আসামি বিকৃতমনা থাকলে তাকে কি পাগলা গারদে পাঠানো ব্যতীত খালাস প্রদান করা যায়? ১৪৮

দণ্ড বিধির ৮৪ ধারা- যেক্ষেত্রে আসামি বিকৃতমনা কি না সে সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে আসামি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ন্যায় বিচার কি বিঘ্নিত হয়? ১৪৯

সামান্য ক্ষতি করার কার্যধারা

ধারা-৯৬ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত বিষয়সমূহ ১৪৯

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারা-আত্মরক্ষার অধিকার-যেখানে দুইপক্ষ মারামারি করে সেখানে কি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের দাবি প্রযোজ্য? ১৪৯

৩০২/৩৪ ও ৪৪৯/৩৪ ধারা-দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসামি কি নির্দোষ বলে গণ্য হবে?-আসামিপক্ষের অজুহাত বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ফরিয়াদিপক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনা করে আসামিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি না-আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে কতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন? ১৬৮

৩০২, ৩৪ ধারা-খুন হওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া না গেলে কি আসামিকে খুনের দায়ের দণ্ডিত করা যায়? ১৬৯

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না থাকলে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কি আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ১৬৯

৩০২, ২০১, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ ধারা-সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে আসামিদের মধ্যে কে প্রকৃত অপরাধী তা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে আদালত কি আল্লাহর উপর বিচার ছেড়ে দিয়ে সন্দেহের অবকাশে আসামিদের খালাস প্রদান করতে পারে? ১৬৯

৩০২ ধারা ও ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারা-যে ক্ষেত্রে অপরাধের ঘটনা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বর্তমান সেক্ষেত্রে অপরাধের উদ্দেশ্য প্রমাণ করা কি আবশ্যক? ১৬৯

৩০২ ধারা-খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে কখন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়? ১৭০

মস্তিষ্ক বিকৃতি কি শাস্তি প্রশমিত করার অজুহাত হতে পারে? ১৭০

দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা-একমাত্র পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে যে সকল ঘটনা প্রমাণিত হয় তা থেকে আসামি দোষী কি নির্দোষী সে সম্পর্কে কি অনুমান করা যায়? ১৭১

দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা-স্ত্রীর খুনের দায়ে অভিযুক্ত স্বামীকে কি তার গৃহ থেকে স্ত্রী নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে? ১৭১

৩০২ ধারা-১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৩৬৭ ধারা-খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কি বিবেচ্য?............ ১৭১

দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩০৪ ধারা-উক্ত দু'ধরনের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কখন ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্তকরণকে ৩০৪ ধারার প্রথম খণ্ডের অপরাধে পরিবর্তিত করা যায়? ১৭২

৩০২ ও ৩০৪ ধারার প্রথম অংশ-হত্যাকাণ্ড কখন খুনের পরিবর্তে নিম খুন হিসেবে গণ্য হয়?.. ১৭২

৩০২/১৪৯ ধারা-খুনের উদ্দেশ্যে বেআইন জনতাবদ্ধ হয়ে উহার কতিপয় সদস্য কাউকে খুন করলে এটার অপর সদস্যগণ কি খুনের দায়ে দোষী হবে? ১৭৩

৩০২ ও ৩০৪ ধারা-নর হত্যা কখন খুন হিসেবে গণ্য হয়? ১৭৩

৩০২ ও ৩০৪ ধারা-নর হত্যা কখন খুন হিসেবে গণ্য হয়? ১৭৩

৩০২/১৪৯ ধারা-কোনো বালিকাকে অপহরণ করা আসামিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হলে অপহরণ করতে গিয়ে আসামিদের মধ্যে কোনো একজন যদি গুলি ছুড়ে কাউকে খুন করে তাহলে অপর আসামিগণ কি খুনের দায়ে দায়ী হবে? ১৭৩

ধারা-৩০৪ খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডনীয় নর হত্যার দণ্ড ২০৬
৩০৪ ধারা-আসামিদের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র, পূর্ব-পরিকল্পনা অথবা পূর্ব চিন্তা এবং খুনের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে লাঠি, লোহার শিক, শাবল এবং বল্লম দ্বারা কোনো ব্যক্তির হাত এবং পায়ে আঘাত করার ফলে ৩ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ব্যক্তি মারা গেলে আসামিদের কি খুনের অথবা নিম খুনের অপরাধে দণ্ড প্রদান করা যাবে? ২০৭
দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার দ্বিতীয় খণ্ড-খুনের অভিপ্রায় ব্যতিত আঘাতের দ্বারা কারো মৃত্যু ঘটালে তা কি খুন হবে? ২০৭
৩০৪, ৩৪ ধারা-কখন শাস্তিযোগ্য নরহত্যা খুনের পরিবর্তে নিম খুন বলে গণ্য হবে?............ ২০৭
৩০৪ক ধারা-চিকিৎসকের অবহেলার ফলে কেউ মৃত সন্তান প্রসব করলে উক্ত ধারার অপরাধ কি আকর্ষিত হবে? ২০৮
ধারা-৩০৪(ক) অবহেলার দ্বারা মৃত্যু সংঘটনের মামলা ২১৪
আঘাত করার মামলা.. ২১৬

স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাতদানের শাস্তি

ধারা-৩২৩ দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে কারাদণ্ডের পরিবর্তে অবেক্ষণাধীন রাখার আদেশ প্রদান করা যায় কি?.. ২১৯
ধারা-৩২৪ একখণ্ড পাথর দিয়ে কপালে আঘাত করার ফলে কেউ মারা গেলে ওই পাথরকে কি মারণাস্ত্র বলা যায়? ২২০
ধারা-৩২৫ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ডাবল প্রদানের দণ্ড ২২০
ধারা-৩২৬ক চোখ উপড়াইয়া বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা চোখের দৃষ্টি নষ্ট করা বা মুখমণ্ডল বা মস্তক এসিড দ্বারা বিকৃতিকরণ.. ২২৪
ধারা-৩৫৪ কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ ২২৭
দণ্ডবিধির ৩৫৪ ও ৫০৯ ধারা-একদল ছেলের মধ্যে কতিপয় অপর একদল মেয়ের শ্লীলতাহানি করলে সব ছেলেই কি শ্লীলতাহানির জন্য দোষী হবে? ২২৭
ধারা-৩৬১ অপহরণের মামলা.. ২২৭
ধারা-৩৬৪ খুন করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্যহরণ কিংবা অপহরণ.. ২৩০
ধারা-৩৬৫ গোপনে ও অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে লোক অপহরণ বা ব্যক্তিহরণ ২৩৬
ধারা-৩৭৬ ধর্ষণের শাস্তি.. ২৩৭
৩৭৬ ধারা ও ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার (এ) উদাহরণ-ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণ করতে ধর্ষিতার সাক্ষ্য সমর্থিত হওয়া এবং সম্ভাব্য হওয়া কি আবশ্যকীয়?........... ২৩৭
ধর্ষণের মোকদ্দমায় ধর্ষিতার সাক্ষ্য কিভাবে সমর্থিত হওয়া আবশ্যক? ২৩৭
ধারা-৩৭৮ চুরির মামলা.. ২৩৭

ধারা-৩৭৯ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা-চুরির মামলা প্রমাণ করার জন্যে কার সাক্ষ্য সর্বোত্তম? ২৩৯

৩৭৯ ধারা-জমিতে যিনি ফসল উৎপন্ন করেছেন সে ফসল কোনো ব্যক্তি স্বত্বের প্রকৃত দাবিতে অপহরণ করলে সে কি চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে? ২৩৯

৩৭৯ এবং ৪৪৭ ধারা-আপোষ বন্টনের কোনো অংশীদার কোনো সম্পত্তিতে একক দখল থাকায় অপর অংশীদার সেখানে প্রবেশ করে অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গেলে সে অনধিকার প্রবেশ এবং চুরির দায়ে দোষী হবে কি না? ২৪০

৩৭৯ ধারা-কোনো সম্পত্তির মালিককে কি তার চুরির জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ২৪০

ধারা-৩৮০ বাসগৃহে চুরি ২৪৬

ধারা-৩৮৪ বলপূর্বক গ্রহণের শাস্তি ২৪৭

ধারা-৩৯০ দস্যুতা ও ডাকাতির মামলা ২৪০

ধারা-৩৯০ যেক্ষেত্রে চুরি, ছিনতাই বা রাহাজানি বলিয়া গণ্য হয় ২৪১

ধারা-৩৯৪ দস্যুতা সংঘটনকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান ২৪২

ধারা-৩৯৫ ডাকাতির শাস্তি দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা ২৪৩

ধারা-৩৯৭ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংঘটনের উদ্যোগ সহকারে দস্যুতা বাডাকাতি ২৪৫

ধারা-৪০৫ অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মামলা ২৪৭

ন্যস্ত বিশ্বাসভঙ্গ ২৪৭

ন্যস্ত বিশ্বাস স্থাপন ২৪৮

বিশ্বাসভঙ্গ ২৪৮

ধারা-৪০৬ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি ২৫০

৪০৬ ধারা-ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্যে তহবিল তছরুপের অপরাধে খাতককে কি দণ্ডিত করা যায়? ২৫৫

প্রতারণাকরণ এবং অসাধুভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার জন্য প্রবৃত্ত করা ২৫৫

ধারা-৪০৭ বাহক ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ২৫৬

ধারা-৪০৮ কেরানী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ ২৫৭

বাহক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ

ধারা-৪০৯ সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক অথবা প্রতিনিধি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ (দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা) ২৫৭

৪০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা-আদালতের অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকাদেশকে উক্ত অপরাধের শাস্তি রূপে কারাদণ্ড বলা যায় কি? ২৬৬

দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা-উক্ত ধারার অপরাধে কোনো গণসেবক দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত না করে শুদু অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা যায় কি? ২৬৬

ধারা-৪১৪ চোরাইমাল গোপনকরণের সহায়তা করা ২৬৭

৪১৪ ধারা-উক্ত ধারার অপরাধের উপাদানগুলো কী? সে উপাদানগুলো প্রমাণিত না হলে আসামিকে দণ্ড প্রদান করা যায় কি? ২৬৭

ধারা-৪৬৬ আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্ট্রার জালকরণ ২৮৩
ধারা-৪৬৭ মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ ২৮৪
ধারা-৪৭১ কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ ২৮৬
৪৭১ ধারা-উক্ত ধারার অপরাধ প্রমাণ করতে হলে আসামি জেনে শুনেই জাল দলিল ব্যবহার করেছিল মর্মে প্রমাণ করা কি আবশ্যক? ২৮৭
ধারা-৪৯৩ প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী স্ত্রীরূপে সহবাস ২৮৭
৪৯৩ ধারা-কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্যক্তি তার সাথে সহবাস করলে সে কি উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে? ২৮৭
দণ্ডবিধির ৪৯৩ ধারা-কোনো স্ত্রীলোক অথবা তার অভিভাবককে পালন না করার অভিপ্রায়ে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলে কোনো স্ত্রীলোকের মনে বিয়ে করেছে বলে মিথ্যা বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় কি? ২৮৭
ধারা-৪৯৭ ব্যাভিচার ২৮৮
দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা-বিবাহিত মহিলাকে ফুসলিয়ে নিয়ে তার সাথে সহবাস করে বিবাহের অযুহাত খাড়া করলে তা কি রক্ষণীয়? ২৮৮
ধারা-৪৯৯ মানহানি ২৮৮
৪৯৯ ধারা-খবরের কাগজে প্রকাশিত কোনো ঘটনা যুক্তিসংগতভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা হলে তদ্বারা কি মানহানির অপরাধ হবে? ২৮৮
দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৯ ধারার চতুর্থ ব্যতিক্রম-অভিযোগের দরখাস্ত কি ফৌজদারি কার্যধারার অংশ? ২৮৮
ধারা-৫০০ মানহানির মামলা (দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা) ২৮৯

সি.আর.পি.সি

ধারা-৩৫ দণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২৯৪
ধারা-৩৫এ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জেল হাজতে থাকিলে কারাদণ্ডের মেয়াদ বাদ দিতে হইবে ২৯৪
ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৫ক ধারা-বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাজত বাসকালীন সময়কে দণ্ডকাল থেকে কমিয়ে দেয়া যায় কি? ২৯৫
ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারা-হাজতকালীন সময় দণ্ডাদেশ থেকে কমিয়ে দেয়ার উক্ত বিধান কি বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়? ২৯৫
ধারা-৫৪ পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবে ২৯৬
ধারা-৬১ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় আটক রাখা যাইবে না ২৯৬
ধারা-১০৩ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশী চালাইতে হইবে ২৯৬
ফৌজদারি কার্যবিধি ১০৩ ও ১৬৫ ধারা-আমলযোগ্য অপরাধ তদন্তকালে কোনো কিছু জব্দ করতে হলে সাক্ষীর উপস্থিতিতে তা করতে হবে কি? ২৯৭

১৫৪ ধারা-মৃত বিষ পান মৃত্যুবরণে করেছে মর্মে তার পিতা প্রথমে এজাহার দায়ের করার পর কি পরে মৃতাকে খুন করা হয়েছে মর্মে এজাহার দায়ের করা যায়? ৩২২
১৫৪ ধারা-ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি এজাহার দায়ের করলে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়লে তা কি ফৌজদারি মোকদ্দমাকে দুর্বল করতে পারে? ৩২২
১৫৪ ধারা-এজাহার কি এজাহারকারী ভিন্ন অন্য সাক্ষীকে অবিশ্বাস করার জন্যে ব্যবহার করা যায়?.... ৩২২
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ও ১৬১ ধারা-এজাহারে প্রদত্ত বিবরণ অথবা পুলিশের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য ফরিয়াদিপক্ষ কি প্রমাণের গ্রহণ করতে পারে?.. ৩২৪
ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫৪ ধারা-ফৌজদারি মামলায় পুলিশের নিকট প্রদত্ত এজাহারকে বাস্তব সাক্ষ্য গণ্য করা যায় কি-এজাহারের সাথে আদালতে প্রদত্তসাক্ষ্যে গরমিল দেখা গেলে তা কি ফরিয়াদিপক্ষের মামলাকে দুর্বল করে?.. ৩২৫
১৫৪ ধারা-এজাহারে উল্লেখিত ঘটনার সাথে সাক্ষ্য প্রমাণে উৎঘাটিত ঘটনার মধ্যে অসংগতি দেখা দিলে কি ফরিয়াদির মামলা প্রমাণিত হয়?.. ৩২৫
ধারা-১৫৫ আমল অযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে সংবাদ ৩২৬
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৫(২) ও ১৯০(১)(এ) অথবা (বি) ধারা-ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো আমল অযোগ্য মোকদ্দমার বিচার কি অবৈধ হবে? ৩২৬

আমযোগ্য কেসের তদন্ত

ধারা-১৫৬ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারা-অভিযোগপত্র দাখিলের পর আসামিগণ তা বাতিল করে অতিরিক্ত তদন্তের নামে পুনঃতদন্তের প্রার্থনা করতে পারে কি?.............................. ৩২৬
ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫, ১৫৬, ১৭৩ ধারা-তদন্তে ত্রুটির জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট কি পুলিশকে পুনঃতদন্তের আদেশ দিতে পারে?.. ৩২৬
ধারা-১৫৭ আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ৩২৭
ধারা-১৬১ পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীদের পরীক্ষাকরণ.. ৩২৮
১৬১ ও ১৬২ ধারা-১৬১ ধারায় লিপিকৃত রাজসাক্ষীর বক্তব্যের অনুলিপি আসামি পক্ষের উকিলকে চাওয়া সত্বেও জেরা করার জন্যে না দেয়ায় আসামির শাস্তি কি সমর্থন যোগ্য? ৩২৮
ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬১ ধারা-উক্ত ধারায় লিপিবদ্ধ বক্তব্য কি কি উদ্দেশ্য ব্যবহার করা যায়? ৩২৯
ধারা-১৬৪ বিবৃতি এবং দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকরণের ক্ষমতা.............................. ৩৩০
১৬৪ ধারা-স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হয়ে কোনো ব্যক্তি মৌখিক এবং লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য কি?.............................. ৩৩৪
১৬৪, ২৪৩ ও ২৫৬ ধারা-আসামির স্বীকারোক্তি অথবা অভিযোগের উত্তরে দোষ স্বীকার ব্যতীত জেরায় তার উকিলের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে কি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়?............ ৩৩৪
আসামির স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উপরোক্ত ধারায় উল্লেখিত বিধানানুসারে লিপিবদ্ধ করা কি আবশ্যক? ৩৩৪

ধারা-১৯০(১) ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯০(১) ধারার (খ) অনুচ্ছেদ-পুলিশ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ না করলেও পুলশের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহণ করা যায় কি? ৩৬৩

ধারা-১৯৩ দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে লওয়া ৩৬৪

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৩ ধারা-দায়রা বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত আসামির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আমলে নিতে পারে কি? ৩৬৪

সরকারী কর্মচারীর আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব অবমাননার অভিযোগ

ধারা-১৯৫ ১৯৫ ধারা এবং ১৯৫৮ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইনের ৪ ও ৬ ধারা-ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইনের কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১৯৫ ধারার বিধান কি প্রযোজ্য হবে? ৩৪

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৫ ধারা ও ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ২১১ ধারা-অভিযোগ তদন্তের পর পুলিশ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের ভিত্তিতে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার অপরাধে অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত করতে আদালতে অনুমতি প্রয়োজন হবে কি? ৩৬৫

ধারা-১৯৫(১)(গ) সরকারী কর্মচারীর আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব অবমাননার অভিযোগ এবং সাক্ষ্যে প্রদত্ত দলিলাদি সম্প্রতিক অভিযোগ ৩৬৬

১৯৫(১) (সি) ধারায় কোনো আদালতে জাল দলিলের আসলের পরিবর্তে অনুলিপি দাখিল করলে আদালতে জাল দলিল ব্যবহারের অভিযোগে আনীত পরবর্তী মামলা পূর্ববর্তী আদালতের অভিযোগের ভিত্তিতে রজু করা কি আবশ্যকীয়? ৩৬৬

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৫(১)(গ) ধারা-জমা খারিজের আদেশ প্রদানকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে কি আদালত গণ্য করা যায়? ৩৬৬

১৯৫(১)(গ) ধারা-'আদালতে দাখিলি অথবা প্রমাণে দেয়া দলিল' বলতে কি মূল দলিল অথবা তার সহি মোহর বুঝায়? ৩৬৭

ধারা-১৯৭ বিচারক এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযোগের ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা.... ৩৬৭

১৯৭ ধারা-সহকারী দারোগা ও পুলিশ কনস্টেবলের মতো জনসেবককে কি সরকারের অনুমতি ভিন্ন কোনো ফৌজদারি অপরাধে বিচার করে দণ্ডিত করা যায়? ৩৬৭

ধারা-১৯৮ চুক্তিভঙ্গ মানহানি ও বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ ৩৬৮

ধারা-২০০ ফরীয়াদীর জবানবন্দী গ্রহণ ৩৬৯

২০০ ধারা-অপরাধ আমলে গ্রহণ করার জন্যে অভিযোগকারীর হলফান্ত জবানবন্দী নেয়া বাধ্যতামূলক কি? ৩৬৯

২০০ ধারা-অভিযোগকারীকে পরীক্ষা না করে ফৌজদারি কার্যধারা আরম্ভ করলে তা কি বৈধ? . ৩৭০

ধারা-২০২ পরোয়ানা ইস্যু স্থগিত রাখা ৩৭১

২০২ ধারা-কোন অভিযোগ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট কি একাধিকবার তদন্ত অনুষ্ঠান করতে পারে? ৩৭২

ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারা-তদন্ত কার্যধারায় আসামিকে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া যায় কি? ৩৭৩

২০২, ২০৩, ২০৪ ও ৪৩৬, ৪৩৯ক ধারা-ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি না করলে দায়রা বিচারক তার বিরুদ্ধে মামলাটি বিচার করার জন্যে নথি তার নিকট প্রেরণ করার জন্যে কি নির্দেশ দিতে পারে? ৩৭৩

ধারা-২০৫ ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে রেহাই দিতে পারবেন............ ৩৭৪

ধারা-২২৩ অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে ৩৭৫

২২৩ ধারা-অভিযোগনামায় অপরাধ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা দেয়া কি আবশ্যক? ৩৭৫

আদালত অভিযোগ পরিবর্তন করিতে পরিবেন

ধারা-২২৭ ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ২২৭ এবং ২৩১ ধারা-রায় প্রকাশের পূর্বে যে কোনো সময় আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পরিবর্তন করতে পারে কি? ৩৭৬

কি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে

ধারা-২৩৬ ২৩৬, ২৩৭ ও ৪০৩ ধারা-একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত ভিন্ন অপরাধের জন্যে আসামিকে কি দ্বিতীয়বার বিচারের সম্মুখীন করা যায়? ৩৭৬

ধারা-২৩৭ এক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্য অপরাধে দণ্ডিত করা যাইবে............ ৩৭৬

ধারা-২৩৮ যখন প্রমাণিত অপরাধটি অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে............ ৩৭৮

২৩৮ ধারা-১৯৯৫ইং সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ৯(ক) ও (গ) ধারা-ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিকে কোনো নারীকে উলঙ্গ করে তার ছবি গ্রহণ করার মত অনৈতিক কাজের জন্যে দণ্ডিত করা এবং অভিযোগ গঠনে ত্রুটি সম্পর্কে আপত্তি সর্বপ্রথম আপীল বিভাগে কি উত্থাপন করা যায়? ৩৭৯

ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ২৩৮ ধারা-১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৬৪ ও ৩০২ ধারা-খুনের অভিযোগে আসামিকে অভিযুক্ত করে বিচারের পর তাকে কি অপহরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করা যায়? ৩৭৯

ধারা-২৪১ মামলার পদ্ধতি ৩৭৯

ধারা-২৪১ক আসামীকে যখন অব্যাহতি দিতে হইবে ৩৮০

আসামীকে মামলা হইতে অব্যাহত............ ৩৮২

২৪১ক ধারা-চার্জ গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি শোনানির সময় ম্যাজিস্ট্রেট কি ফরিয়াদিপক্ষের দলিল ব্যতিত আসামিপক্ষের দলিল বিবেচনা করতে পারে? ৩৮২

ধারা-২৪১ক ফৌজদারি কার্যবিধি ২৪১ক ও ২৬৫গ ধারা-অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শোনানির সময় ফরিয়াদিপক্ষের অথবা আসামিপক্ষের দলিলপত্র কি বিবেচনা করতে হবে? সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত শুধুমাত্র এজাহার, অভিযোগের দরখাস্ত বা অভিযোগপত্রে আসামির নাম উল্লেখিত থাকলেই তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ গঠন করা যায়? ৩৮২

অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের পর দণ্ড

ধারা-২৪৩ ফৌজদারি কার্যবিধি ২৪৩ ও ৫৩৭ ধারা-প্রত্যেক আসামির স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা না হলে তদ্রূপ ভুল কি সংশোধনযোগ্য?............................ ৩৮৪

ধারা-২৪৭ অভিযোগকারী মামলা শোনানির তারিখে অনুপস্থিতিতে আসামীকে খালাস.............................. ৩৮৪

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৭ ধারা-নালিশি মোকদ্দমায় শোনানির তারিখে অভিযোগকারী হাজির না হলে আসামিকে খালাস প্রদান করা কি বাধ্যতামূলক? ৩৮৪

ফৌজদারি কার্যবিধি ২৪৭ ধারা-পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করা হলে সে মোকদ্দমা শোনানির তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকলে মোকদ্দমা খারিজ করা যায় না?.............................. ৩৮৬

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৪৭ ধারা-চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতে পারলেও প্রতিবন্ধকতা অপসারণের আদেশ দিতে পারে কি?......... ৩৮৬

ফৌজদারি কার্যবিধি ২৪৭ ও ৪০৩ ধারা-২৪৭ ধারায় আসামিকে খালাস প্রদান করা হলে একই অপরাধে তার বিরুদ্ধে পুনরায় মোকদ্দমা করা যায় কি? ৩৮৬

ধারা-২৫০ মিথ্যা অভিযোগ.............................. ৩৮৭

ফৌজদারি কার্যবিধি ২৫০ ধারা-সহকারী দায়রা বিচারক কি উক্ত ধারায় অভিযোগকারীকে জরিমানা করতে পারে? ৩৮৭

ধারা-২৫৩ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫৩ ও ৪০৩ ধারা-ফরিয়াদির অনুপস্থিতির কারণে আসামি অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে একই অপরাধের জন্যে দ্বিতীয়বার অভিযোগ আনয়ন করা যায় কি? ৩৮৮

ধারা-২৫৩ ফৌজদারি কার্যবিধি ২৫৩ ধারা-আসামিকে অব্যাহতি প্রদান করার পর সে আসামির বিরুদ্ধে একই কার্যধারা পুনরুজ্জীবিত করা যায় কি?.............................. ৩৮৮

ধারা-২৫৬ ২৫৬, ২৫৭ ও ৫৪০ ধারা ও ১৯৬৪ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতা সংশোধনি আইনের বিধান-কার্যবিধি সম্পর্কে আইন সংশোধিত হয়ে জেরা করার জন্যে সাক্ষীকে আসামির পুনঃপরীক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হলে সংশোধনি ভূতাপেক্ষবাবে কার্যকরী হবে কি?............... ৩৮৮

খালাস বা দণ্ডের রায়

ধারা-২৬৫ট ২৬৫ট ও ৪২৩ ধারা-অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন না করে হাইকোর্ট বিভাগ কি দণ্ডিত ব্যক্তিকে আপীলে সন্দেহের অবকাশে খালাস দিতে পারে? ৩৮৯

খালাস

ধারা-২৬৫জ ২৬৫জ ধারা-উক্ত ধারায় কোন অবস্থায় আসামিকে খালাস প্রদান করা যায়?.................. ৩৯০

দুষ্কর্মের সহচরকে ক্ষমা প্রদর্শন

ধারা-৩৩৭ ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারা-কখন আদালত কোনো গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তকে গৌণ অপরাধের জন্য দণ্ডিত করতে পারে? ৩৯০

রায়ের ভাষা রায়ের বিষয়বস্তু বিকল্প রায়

ধারা-৩৬৭ ৩৬৭ ধারা-ফৌজদারি আপীল বিচারের সময় আপীলকারী অথবা আপীলকারীপক্ষের এডভোকেটের উপস্থিতি আবশ্যকীয় কি? ৪০৯

৩৬৭ ও ৪৩৯ ধারা-বেসরকারি ব্যক্তির দরখাস্তের ভিত্তিতে বিচারিক আদালতের দণ্ডাদেশ কি হাইকোর্ট বৃদ্ধি করতে পারে? ৪০৯

ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৩৬৭ ধারা-আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অন্য প্রকার দণ্ড প্রদান করতে হলে কি তার হেতু প্রদর্শন করতে হবে? ৪০৯

ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৬৭ ও ৪২৩ ধারা-কখন মোকদ্দমা পুনর্বিচারের জন্যে বিচারিক আদালতে ফেরত পাঠানো যায়? ৪১০

আদালতের রায় পরিবর্তন করিবেন না

ধারা-৩৬৯ ৩৬৯ ধারা-ফৌজদারি রিভিশন মামলা দরখাস্তকারীর গাফেলতির ফলে ডিসমিস হলে একই বিষয়ে পুনরায় রিভিশন মামলা করা যায় কি? ৪১০

ধারা-৩৭৪ দায়রা আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেশ ৪১১

ধারা-৩৭৬ হাইকোর্ট বিভাগের দণ্ডাদেশ অনুমোদন বা অপরাধী সাব্যস্ত করিবার আবেদন বাতিলের ক্ষমতা ৪১১

জরিমানা আদায়ের পরোয়ানা

ধারা-৩৮৬ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা আসামি কি তার উপর অর্পিত জরিমানা পরিশোধ না করে তদপরিবর্তে কারাভোগ বেছে নিতে পারে? ৪১২

দণ্ড স্থগিত বা মওকুফ করিবার ক্ষমতা

ধারা-৪০১ ৪০১ ও ৪২৩ ধারা-দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীল প্রত্যাহার করতে পারে কি? ৪১২

পূর্ববর্তী খালাস বা দণ্ডাদেশ প্রসঙ্গে

ধারা-৪০৩ ৪০৩ ধারা-পণ্য চোরাচালানের জন্যে আদালত কর্তৃক কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তার নিকট থেকে জব্দকৃত চোরাচালানী মাল শুল্ক কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করা দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত করার তত্ত্ব দ্বারা কি আক্রান্ত হয়? ৪১৩

ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৪০৩ ধারা-একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধ দখলে রাখার মোকদ্দমায় আসামি খালাসপ্রাপ্ত হলে তাকে কি ছিনতাইয়ের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ৪১৩

৪০৩ ধারা-বিনা লাইসেন্সে স্বর্ণ রাখার দায়ে ১৯৫৬ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের ৬ ধারার অপরাধ থেকে বিচারে খালাস পাওয়ার পর আসামিকে কি সমুদ্র শুল্ক আইনের বিদান অনুসারে তা চোরাচালানের অপরাধে বিচার করা যায়? ৪১৩

৪২৩ ধারা-আপীলকারীর অনুপস্থিতির হেতুতে ফৌজদারি আপীল মোকদ্দমা কি ডিসমিস করা যায়? ৪২৩

৪২৩ ধারা-ফরিয়াদিপক্ষের বক্তব্য সন্দেহজনক অজুহাতে আপীলকারীগণকে খালাস প্রদান করায় যে দণ্ডিত আসামি আপীল করেনি সে কি আপীলের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে? ৪২৩

৪২৩, ৪২৯, ৪৩৯ ধারা-শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি তার আপীল আদালত থেকে প্রত্যাহার করতে পারে কি? ৪২৩

আপীল পেন্ডিং থাকিলে দণ্ড স্থগিত, আপীলকারীকে জামিনে মুক্তিদান

ধারা-৪২৬ ৪২৬ ধারা-আপীল বিচারাধীন থাকাবস্থায় জামিন প্রদান করতে কি শর্ত আরোপ করা যায়? ৪২৪

আপীল পন্ড হওয়া

ধারা-৪৩১ ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৪৩১ ধারা-দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মারা গেলে তার ওয়ারিশগণ কি ওই আপীল চালাতে পারে? ৪২৪

নিম্ন আদালতের নথি তলবের ক্ষমতা

ধারা-৪৩৫ ৪৩৫ ধারা-নিম্ন আদালতে কোনো মোকদ্দমা বিচারাধীন না থাকলে দায়রা বিচারক কি উক্ত ধারায় কোনো কার্যধারা আরম্ভ করতে পারে? ৪২৫

৪৩৫, ৪৩৭, ৪৩৯ ও ৫৬১ক ধারা-অভিযোগকারীর মৃত্যু হলে তার ওয়ারিশ কি বেদখলকারীর বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি মোকদ্দমায় তার নাম কায়মোকাম করে মোকদ্দমা চালাতে পারে? ৪২৫

রিভিশন বিষয়ক

ধারা-৪৩৫-৪৪০ ত্রুটির কারণে কোন মামলার শুনানী ও নিষ্পত্তি না হয়েই যখন সেটি খারিজ হয়ে যায় ৪২৫

ধারা-৪৩৯ হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনের ক্ষমতা ৪২৯

৪৩৯ ধারার (৬) উপধারা-দায়রা বিচারকের নিকট দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর আপীল বিচারাধীন থাকাবস্থায় হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করলে তদ্দ্বারা দরখাস্তকারী কি ক্ষতিগ্রস্থ হয়? ... ৪২৯

ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৩৯ ধারা-আপীল আদালত প্রকৃত ন্যায়বিচার করলে ঐ আদালতের আপীলের এখতিয়ার না থাকার অজুহাতে তা বাতিলযোগ্য কি? ৪৩০

ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৩৯ ধারা-অভিযোগ গঠন না করে আসামিকে অব্যাহতি দিলে তদ্‌বিরুদ্ধে এজাহারকারীর দাখিলি ফৌজদারি রিভিশন মোকদ্দমা কি রক্ষণীয়? ৪৩০

ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৩৯ ও ৫২২ ধারা-আপীলে নিম্ন আদালতের রায় বাতিল হওয়ার পর আপীল আদালত কি দখল উদ্ধারের আদেশ প্রদান করতে পারে? ৪৩০

স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা

ধারা-৫২২ ৫২২ ধারা-বলপূর্বক স্থাবর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করা ব্যতীত অন্যভাবে অনধিকার প্রবেশকারীর দণ্ডিত হলে অভিযোগকারী কি ঐ সম্পত্তির দখল ফেরত পেতে পারে?............ ৪৭৫

ফৌজদারি কার্যবিধি ৫২২ ধারা-বিচারিক আদালত কর্তৃক আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করার পর বেদখলকৃত সম্পত্তি আসামির দখল থেকে অভিযোগকারীর দখলে ফেরত দেয়ার পর আপীলে আসামি খালাস পেলে তাকে ঐ সম্পত্তির দখল পুনঃফেরত দিতে আদালত কি বাধ্য?.......... ৪৭৫

৫২২ ধারা-অনধিকার প্রবেশের জন্যে শক্তি প্রয়োগ না করেও সে অপরাধে আসামি দণ্ডিত হলে বেদখলকৃত সম্পত্তির দখল ফেরত দেয়া যায় কি?.. ৪৭৫

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২২ ধারা-আপীল আদালত কি দখল ফেরত প্রদানের আদেশ দিতে পারে?... ৪৭৬

মামলা স্থানান্তর প্রসঙ্গে

ধারা-৫২৬ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২৬ ধারা-ফৌজদারি মামলা স্থানান্তরের জন্যে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় স্বার্থবান পক্ষ হিসেবে আবেদন করতে পারে কি? ৪৭৭

ধারা-৫২৮ এই ধারা বলে দায়রা জজ সহকারী দায়রা জজ, বা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত হতে মামলা উত্তোলন করে নিজে বিচার করতে পারেন বা ক্ষমতা সম্পন্ন আদালতে বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন ৪৭৮

গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সমন করিবার অথবা উপস্থিত ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করিবার ক্ষমতা

ধারা-৫৪০ কার্যবিধি ৫৪০ ধারা-আসামিকে উক্ত কার্যধারার ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করার পর কোনো সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করা যায় কি?.. ৪৮০

ফৌজদারি কার্যবিধি ৫৪০ ধারা-ফৌজদারি মোকদ্দমায় আসামির বক্তব্য প্রদান ও সওয়াল জবাবের পর আদালত নতুন সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে কি?.. ৪৮০

৫৬১(ক) হাইকোর্ট বিভাগের সহজাত ক্ষমতার সংরক্ষণ

ধারা-৫৬১এ বিচার চলাকালীন অবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে সংক্ষিপ্ত বিচারে মূল মামলার যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করা কোনভাবেই আইন সম্মত নয়।........................ ৪৮০

তথ্যগত বিরোধ (question of fact) ও বিষয়/তথ্য (defence material)........................ ৪৮১

ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ৫৬১ক ধারা-মামলার বিচারে দীর্ঘসূত্রতা কি মামলা বাতিল করার হেতু হতে পারে? ৪৮৫

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ক-ধারা-অন্য প্রতিকার থাকলে উক্ত ধারা অনুসারে আদালতের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারে প্রতিকার প্রার্থনা করা যায় কি? ৪৮৫

ফৌজদারি কার্যবিধি ৫৬১ক ধারা-উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোনো অপরাধ আমলে নেয়ার পূর্বে কোনো কার্যধারা কি বাতিল করা যায়?.. ৪৮৬

ধারা-১০১ মামলা প্রমাণের দায়িত্বভার কখন কার উপর বর্তায়?-মামলা প্রমাণের দায়িত্বভার কখন বদল হয়-কখন তা গুরুত্ব হারায়? ৫০৬

সাক্ষ্য আইনের ১০১, ১০২ ও ১০৫ ধারা-ফৌজদারি মামলা বিচারে আসামি অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে কোনো অজুহাত দাবি করলে তা প্রমাণের ভার সে পালন করতে না পারলেও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব থেকে ফরিয়াদি কি মুক্ত হয়? ৫০৬

সাক্ষ্য আইনের ১০১, ১০৫ ও ১০৬ ধারা-আসামি তার অজুহাত বা সাফাই প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলেও তার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব কার?........... ৫০৭

ধারা-১০৩ সাক্ষ্য আইনের ১০৩ ধারা-ঘটনার সময় আসামি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল প্রমাণ করার জন্যে ডাক্তারের প্রতিবেদন কি যথেষ্ট হবে? ৫০৭

ধারা-১০৫ সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা ও ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১০০ ধারা-আত্মরক্ষার্থে খুন করার অজুহাত প্রমাণের দায়িত্ব কার উপর? ৫০৭

সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা-আসামি হত্যার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্যে সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারার বিধান অনুসারে বিশেষ অজুহাত উত্থাপন করলে ফরিয়াদিপক্ষ কি অভিযোগ প্রমাণের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে? ৫০৭

ধারা-১০৬ সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা-কোনো গৃহকর্তার গৃহে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কোনো চাকরানী মারা গেলে সে যে তার আঘাতের ফলে মারা যায় নি তা প্রমাণের ভার কি গৃহকর্তার উপর থাকবে?. ৫০৯

ধারা-১১১ সাক্ষ্য আইনের ১১১ ধারা-পর্দানশিন মহিলা দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের সময় নিরপেক্ষ পরামর্শ পেয়েছিলেন কি না তা প্রমাণের ভার দলিল গ্রহীতার উপর ন্যস্ত বলে পর্দানশিন মহিলা ব্যতীত কি অপর কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারে? ৫০৯

পর্দানশিন মহিলা কোনো দলিল সম্পাদন করলে সে যে দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুঝে শুনে তা সম্পাদন করেছিল তা প্রমাণের ভার কার উপর ন্যস্ত থাকে? ৫১০

ধারা-১১৪ সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারার (খ) অনুচ্ছেদ-দুষ্কর্মের সহযোগীর সাক্ষ্য কি পরিমাণে এবং কি ধরনে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন? ৫১০

সাক্ষ্য আইনের ৩০, ১১৪ এবং ১৩৩ ধারা-রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা সহ আসামির স্বীকারোক্তির দ্বারা অপর আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি? ৫১০

ধারা-১১৫ সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা-কোনো পুরাতন দলিলে হস্তান্তরের যে কারণ লিপিবদ্ধ থাকে তা কি দীর্ঘকাল পরে বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা খণ্ডন করা যায়?.. ৫১২

সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা-আর্জির প্রার্থনাগুলোর মধ্যে কতিপয় প্রার্থনা ত্যাগ করে বাদী আপোসে ডিক্রি লাভ করলে সে কি পরে পরিত্যক্ত প্রার্থনা অনুসারে দাবি উত্থাপন করার থেকে বারিত হবে? ৫১২

সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা-আদালতের সিদ্ধান্ত স্বকার্যজনিত বাধা হিসেবে কি গণ্য হয়?......... ৫১৩

সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা-বন্টনের মামলায় সোলেনামার ভিত্তিতে ডিক্রি ও দখলপ্রাপ্ত হয়ে অন্য জমিতে দাবি ত্যাগ করার পর বাদী তা অস্বীকার করতে পারে কি? ৫১৩

সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা-স্বকার্যজনিত বাধা কখন প্রযোজ্য হয়? ৫১৩

ধারা-১১৬ সাক্ষ্য আইনে ১১৬ ধারা-১৯১৬ সালের চট্টগ্রাম বন্দর আইনের ১০৯ ধারা-কোনো পক্ষ তার আচরণের দ্বারা বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকার ত্যাগ করলে তা আইনত অধিকার ত্যাগ বলে গণ্য হবে কি?... ৫১৩

সাক্ষ্য আইনের ১১৬ ধারা-ভাড়াটিয়া মূল মালিকের স্থলবর্তীর স্বত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে স্বকার্যজনিত বাধা দোষে কি বারীত হবে?... ৫১৪

ধারা-১১৮ সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা-বলাৎকার অথবা যৌন অপরাধের শিকার ব্যক্তির সাক্ষ্য অন্য সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থন ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে কি?.. ৫১৪

সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা-শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য কখন গ্রহণযোগ্য হয়? ৫১৪

ধারা-১২০ সাক্ষ্য আইনের ১২০ ধারা-মামলাকারী পক্ষদের মধ্যে বিরোধীয় কোনো বিষয় তাদের কারো বিশেষভাবে জানা না থাকলে সে মোকদ্দমায় তারা সাক্ষ্য প্রদান না করলে তারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে? .. ৫১৪

সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারা-একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কি আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ৫১৫

ধারা-১৩৪ সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারা-শুধুমাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হলেও তার উপর নির্ভর করে আসামিকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যায়?.. ৫১৫

সাক্ষ্য আইনের ৯ ও ১৩৪ ধারা-টি. আই. প্যারেড অনুষ্ঠানকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য ব্যতীত আসামিকে সনাক্ত করা কি বিশ্বাসযোগ্য-বিশ্বাসযোগ্য একমাত্র সাক্ষীর উপর নির্ভর করে আসামিকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যায়? ৫১৬

ধারা-১৪৫ সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারা ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১৬১, ১৬২ এবং ২৮৮ ধারা-কখন সাক্ষীর পূর্বের বক্তব্য আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়? .....:......... ৫১৭

সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারা-সাক্ষীর পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রতি জেরায় দৃষ্টি আকর্ষণের নিয়ম কি সাক্ষীর স্বীকৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য?... ৫১৭

সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারা-পুলিশ ডাইরিতে লিপিভুক্ত সাক্ষীর বক্তব্য ও আদালতে দেয়া তার বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি সম্পর্কে জেরাতে সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হলে তার সুফল আসামি পাবে কি?... ৫১৭

ধারা-১৫৪ সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারা-কোনো পক্ষ তার মানিত বৈরী সাক্ষীকে কি জেরা করতে পারে? ... ৫১৮

সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারা-সাক্ষী বৈরী ঘোষিত হলে তার সাক্ষ্য কি বিবেচনা করা যায়? ৫১৮

সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারা-বৈরী সাক্ষী-বৈরী সাক্ষীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য কি?..................... ৫১৯

ধারা-১৫৭ সাক্ষ্য আইনের ১৫৭ ধারা-ঘটনা সম্পর্কে ঘটনার পর পরই দেয়া সাক্ষীর বক্তব্য সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণে কি গ্রহণ করা যায়?... ৫১৯

৩ ও ২৭ ধারা
আইনের প্রাধান্য

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৩ ও ২৭ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধির কোনো অপরাধ ভিন্ন আদালতে বিচারাধীন থাকলেও তা কি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে একত্রে বিচার করা যায়?

শুধুমাত্র দণ্ডবিধির ৩২৬(ক) ধারার অপরাধের অভিযোগে দায়রা আদালতে কোনো আসামির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকলেও সে আসামিকে একই ঘটনা থেকে উদ্ভুত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৪(২)(ক) ধারার অপরাধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত করা হলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৩ ও ২৭(৩) ধারার বিধানানুসারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আসামির বিরুদ্ধে আনীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপরাধের অভিযোগ সংশোধন করে একত্রে দণ্ডবিধির ৩২৬ক(খ) ধারার অপরাধেরও বিচার করতে পারে এবং তা কোনো ভাবেই আইন বিরুদ্ধ নয়।

[মোঃ আবদুর রউফ মোড়ল বনাম রাষ্ট্র, ২০০৮ বি. এল. ডি., পৃ. ৩৫৭]

৫ ধারা
নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

১। যে নারী উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতো; তাকেও বেশ্যা বৃত্তি করবার জন্য ক্রয়-বিক্রয় অপরাধ।

[এ. আই. আর.-১৯৩৮ এলাহাবাদ ৩২৪]

২। চরিত্রহীন বা একজন বাইজীকেও বেশ্যালয়ে বিক্রয় করলে অপরাধ হবে। (১২ মাদ্রাজ ২৭৩ : ইসমাইল রোস্তম খান, ৮ বম, এল. আর.-২৩৬ কোন নারীকে দেব দাসী হিসাবে হস্তান্তর করা অপরাধ-১৫ ম্যাড. ৭৫)

৩। যদি কোন পতিতালয়ে কোন নারীকে রাখা হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে তাকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য দখলে রাখা হয়েছে। *[৩০ পাঞ্জাব, এল. আর. ৪১৪ : ১১৫ আই. সি. ৬৫ : ৩০ সি. আর. এল. জি. ৩৭৬]*

৪। কোন নাবালিকা মেয়েকে বেশ্যালয়ে নেওয়ার পর সে পতিতাবৃত্তি করে। ৬/৭ দিন পরে তাকে বেশ্যালয় হতে ফেরত আনা হলেও তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়েছিল বলে গণ্য করা হবে।

[২৫ সি. আর. এল. ৯৯৩]

৬ ধারা
শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

১। ৬ ধারা (১) উপ ধারার অপরাধ সংঘটনের জন্য শিশুর বয়স অবশ্যই চৌদ্দ বা তৎ নিম্নে হতে হবে। মৌখিক ও দলিলিক সাক্ষ্য দ্বারা বয়স প্রমাণ করা যেতে পারে। (মেডিকেল সাক্ষ্য) মেডিকেল পরীক্ষা দ্বারা বয়স প্রমাণ করা যেতে পারে। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডাক্তার যে বর্ণনা দেন তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমর্থিত না হলে উক্ত বর্ণনার কোন মূল্য নেই। *[১৬ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ১৭৮]*

২। কোন নাবালিকার বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে ডাক্তার যদি শুধু মাত্র উক্ত নাবালিকাকে চৌদ্দ হতে পনের বৎসরের মধ্যের বয়স হিসাবে গণ্য করেন তবে তা যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হবে না। ডাক্তার কেন তাকে ষোল

বৎসরের কম বয়স্ক মনে করেন, তার বৈধ কারণ দেখাতে হবে। ১৩ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ৬৫, স্কুল রেজিস্ট্রারে উল্লেখিত বয়স, বয়স প্রমাণের জন্য চূড়ান্ত নহে। মেডিকেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত বয়স্ক স্কুল সার্টিফিকেট উল্লেখিত বয়স, বয়স প্রমাণের জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য, কারণ ইহা বিজ্ঞান সম্মত তবে স্কুল সার্টিফিকেট উল্লেখিত বয়সের সাথে মেডিকেল পরীক্ষার বয়স গড়মিল দেখা দিলে ইহার সুযোগ আসামীকে দেওয়া উচিত।

[রুনকি বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র, এ. আই. আর. ১৯৭০. পাঞ্জাব ৪৫০]

৩। বেসরকারি স্কুল রেজিস্ট্রারে উল্লেখিত বয়স চূড়ান্ত নহে। তবে অপরাপর সাক্ষ্যের সাথে এটা বিবেচনা করা যেতে পারে। *[গান্ধি বাহরা বনাম গুজরাট রাষ্ট্র, এ. আই. আর. ১৯৭০, গুজরাট ১৭৮]*

৪। জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধে নাম সন্নিবেশ কোন ব্যক্তির জন্ম তারিখের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হয় না; যদি না উক্ত ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়। *[এ. আই. আর. ১৯৫৭ হিমালয় প্রদেশ ৪২]*

৫। স্কুল রেজিস্ট্রার ও মিউনিসিপ্যাল রেজিস্ট্রার (Municipal Register) এর মধ্যে বয়সের গড়মিল দেখা দিলে; মিউনিসিপ্যাল রেজিস্ট্রারে উল্লেখিত বয়স প্রাধান্য পাবে।

[জয় নারায়ণ বনাম হারিয়ানা প্রদেশ, ৭১ পাঞ্জাব এল. আর. ৬৮৮]

৬। যার বয়স নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এনে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে অনুমান গ্রহণ করতে মৌখিক সাক্ষ্যও বিবেচনায় আনতে হয়। *[পি. এল. ডি. ১৯৫২ সুপ্রিম কোর্ট (ইন্ডিয়া) ৩৩৭]*

৭। সাধারণতঃ অপরাধের শিকারগ্রস্থ (Victim) ব্যক্তির পিতামাতার সাক্ষ্য উক্ত শিকার গ্রস্থ ব্যক্তির বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য পেয়ে থাকে। কিন্তু যেই ক্ষেত্রে পিতামাতা তাদের নিজেদের বয়স সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের মেয়ের বিভিন্ন বয়সের উল্লেখ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। *[১৯৬৮, পি. সি. আর. এল. জে.-৫২৯ (ডি. বি.)]*

৮। শিকারগ্রস্থ ব্যক্তির নাবালকত্ব বাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে আসামি এটার সুবিধা পাবার অধিকারী। ভিকটিম এর পিতামাতা ভিকটিম এর বয়স সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দেন, তা মেডিকেল সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হলে আদালত এটার উপর ভিত্তি করে আসামীকে শাস্তি দিতে পারে।

৯। একজন চরিত্রহীনা সে দণ্ড বিধির ৩৭২ ধারায় প্রতিকার পেতে পারে। বাইজী হলেও তার এই অধিকার আছে। *[১২ (মাদ) ২৭৩]*

১০। সাধারণভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য এই ধারার বিধান করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর এই ধারা প্রযোজ্য। কোন বিবাহিতা নারীকেও অসৎদ্দুশ্যে বিক্রয় করা এই ধারার অপরাধ। যে বালিকা উচ্ছংঙ্খল জীবনযাপন করত, তাকেও বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য বিক্রয় করা অপরাধ।

[এ. আই. আর. ১৯৩৮, এলাহাবাদ ৩২৪]

১১। ইসলামী আইনে নাবালেগ সন্তানের অভিভাবক হচ্ছে পিতা। সন্তানের উপর তার প্রত্যক্ষ দখল না থাকলেও অপ্রত্যক্ষ দখল থাকে। শিশুকে সরিয়ে নিলে তা কোন অপরাধ হয় না।

[২০ ডি. এল. আর. ৪৫ (ডব্লিউ. পি.)]

১২। মেয়েটির বয়স যদি ১৬ বৎসরের নিচে হয় তবে অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

[১৩ ডি. এল. আর. ৬৫ (ডব্লিউ. পি.)]

১৩। এই ধারার উদ্দেশ্য : নাবালককে তার পিতামাতার তত্ত্বাবধানে রাখার যে অধিকার রয়েছে তা এবং অল্পবয়সের বালক বালিকাকে হরণ অথবা প্ররোচনার হাত হতে রক্ষা করাই এই ধারার উদ্দেশ্য।

[পি. এল. ডি. ১৯৬৩ (করাচি) ৮৭৩ (ডি. বি.)]

১৪। অপরাধের উপাদান : ৩৬১ ধারার অধীনের অপরাধের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো-কোন নাবালককে তার আইনানুগ অভিভাবক হতে আসামী কর্তৃক হরণ। *[এ. আই. আর. ১৯৬৫ (এস. সি.) ১৯৪২]*

১৫। নিয়ে যাওয়া : আইনানুগ অভিভাবকের নিকট হতে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের নাবালক এবং ষোল বৎসরের কম বয়সের নাবালিকাকে হরণ করার যে অপরাধের কথা বলা হয়েছে তাতে অবশ্যই উক্ত নাবালক অথবা নাবালিকাকে তার আইনানুগ অভিভাবক হতে নিয়ে যেতে হবে। "নিয়ে যাওয়া" দ্বারা বল প্রয়োগ অথবা মিথ্যা বর্ণনাকে বুঝায় না। কাজেই ষোল বৎসরের কোন নাবালিকাকে তাঁর আইনানুগ অভিভাবক হতে উক্ত নাবালিকার নিজের ইচ্ছায় নিয়ে যাওয়া হলেও হরণের অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

[এ. আই. আর. ১৯৬৪ (পাঞ্জাব) ৮৩ (ডি. বি)]

১৬। কোন মেয়েকে নাবালিকা হিসাবে দাবি করা হলো। উক্ত নাবালিকা বাজার হতে দুধ আনবার উদ্দেশ্যে তার পিতার ঘর ত্যাগ করল। কিন্তু পথে আসামীর সাথে দেখা হওয়ায় আসামীর সাথে আসামীর বন্ধুর বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানে তাকে সারাটা দিন রাখা হয় এবং পরের দিন আদালতে সত্যনামায় শপথ করতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আসামির সাথে একদিন থেকে বাড়ি ফিরে। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয় যে, আসামী খারাপ মতলবে মেয়েটিকে তার পিতার তত্ত্বাবধান হতে নিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি ৩৬১ ধারার অধীনে অপরাধ এড়াতে পারেন না। *[এ. আই. আর. ১৯৬৫ (রাজ) ৯০ (ডি.বি.)দ]*

১৭। অপরাধ সংঘটনের জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় না : হরণের অপরাধ সৃষ্টির জন্য বলপ্রয়োগের মাধ্যমে "নিয়ে যাবার" প্রয়োজন হয় না। *[পি. এল. ডি. ১৯৬৩ (করাচি) ৮৭৩ (ডি. বি.)]*

১৮। মাতার সম্মতিক্রমে নিয়ে যাওয়া হলে : কোন মেয়েকে যখন উক্ত মেয়ের মাতার যোগসাজেসে এবং তার সম্মতিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন উক্ত মেয়ে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে কিনা তা সম্পর্কে আসামি মিথ্যাভাবে অস্বীকার করলেও ৩৬৩ ধারার অপরাধ সৃষ্টি হবে না। *[১৪ ক্রি. এল. (জুর) ১০৯]*

১৯। পিতা এবং মাতা : মুসলিম আইন অনুসারে পিতা হলেন নাবালক ছেলেমেয়ের আইনানুগ অভিভাবক। আইনে আইনানুগ অভিভাবকের নাবালক ছেলেমেয়ের উপর পরোক্ষ তত্ত্বাবধান থাকে। কাজেই কোন পিতা তার ছেলেমেয়েকে তার স্ত্রীর তত্ত্বাবধান হতে সরিয়ে ফেলিলে উক্ত পিতাকে এই ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যায় না।

[২০ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ৪৫]

২০। সৎভাই (Step brother) : নাবালিকা বিবাহিতা মেয়ের সৎ ভাই অভিভাবক নন। এবং উক্ত মেয়ের স্বামী তার সাথে বাস করার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে গেলে উক্ত ভাই এই ধারার অধীনে কোন অভিযোগ করতে পারে না। *[১৯৭৬ পি. ক্রি. এল. জে. ১৩২৫]*

২১। অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়িতে নাবালক বাস করতে থাকলে : কোন নাবালিকাকে তার পিতা তার কোন আত্মীয়ের বাড়িতে রাখলেও উক্ত নাবালিকা তার পিতার তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে গণ্য হবে।

[এ. আই. আর. ১৯৬৫ (এস. সি.) ৯৪২]

২২। **আইনানুগ অভিভাবক হতে নিয়ে যাওয়া :** ৩৬৩ ধারার অধীনে শাস্তি আরোপ করতে হলে এটা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে–যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধান হতে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিনি উক্ত নাবালিকার আইনানুগ অভিভাবক। *[পি. এল. ডি. ১৯৬৩ (করাচি) ৮৭৩ (ডি. বি.)]*

২৩। **নাবালিকার নিজের অনুরোধে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো :** কোন মামলা যে কোনভাবে ৩৬১ ধারার আওতায় পড়লে উক্ত মামলায় নাবালিকা মেয়ে আসামীর সাথে যেতে ইচ্ছুক ছিল মর্মে কোন ঘটনা-মামলাটিকে ৩৬৩ ধারার আওতার বাইরে নিবার জন্য যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হয় না।

[পি. এল. ডি. ১৯৬৩ (করাচি) ৮৭৩ (ডি. বি.)]

২৪। **কোন রাস্তা বা সরকারি জায়গা হতে নাবালককে নিয়ে যাওয়া হলে :** নাবালককে তার অভিভাবকের প্রকৃত দখলে থাকবার আবশ্যক পড়ে না। নাবালক যদি তার অভিভাবকের ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে তা যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হবে যা অভিযুক্ত কর্মটির মাধ্যমে সর্বপ্রথম দখলকৃত হয়েছে।

[এ. আই. আর. ১৯৫৭ (উরিষ্যা) ২৯]

২৫। **হিন্দু নাবালিকা মেয়ে :** শুধুমাত্র পিতা এবং মাতাই হলো হিন্দু নাবালিকা মেয়ের একমাত্র তত্ত্বাবধানের অধিকারী। নাবালিকার মামার নিকট এরূপ কোন অধিকার নাই। কার্যতঃ অভিভাবকের নিকট হতে কোন নাবালিকাকে হরণ করা হয়েছে মর্মে অভিযোগের ক্ষেত্রে উক্তরূপ সম্পর্কের দাবি আইন অনুসারে কার্যকরী প্রতিরক্ষা হিসাবে গণ্য হয় না। *[এ. আই. আর. ১৯৬২ (পাট) ১২১]*

২৬। **মাতার তত্ত্বাবধান :** কোন মাতারই তার ছেলেমেয়েদেরকে পিতর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধানের অধিকার নাই। সাধারণভাবে মাতার তত্ত্বাবধান পিতার তত্ত্বাবধান হিসাবে গণ্য হয়। মাতা কর্তৃক কোন ছেলেমেয়েকে স্থানান্তর করা হলে তা অভিভাবক হিসাবে পিতার অধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এটা তত্ত্বাবধান হতে নিয়ে যাওয়াকে বুঝায় না। *[২০ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ৪৫]*

২৭। **অবৈধ সন্তান :** প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত কর্ম আইনবিরুদ্ধ তা যথাযথ সতর্কতা ও যত্নসহকারে করা হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না। কোন ছেলেমেয়ের আইনগত তত্ত্বাবধানের অধিকার মাতার নিকট থাকা সত্ত্বেও পিতা উক্ত ছেলেমেয়েকে নিয় গেলে এটা যথাযথ যত্ন ও সতর্কতাসহকারে করা হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না। 'সরল বিশ্বাস' Good Faith সদবিশ্বাসের (Bonafide) সমার্থক নয়। *[১৯৮০ পি. ক্রি. এল. জে. ৬২৯]*

২৮। **নাবালকের বয়স :** যেক্ষেত্রে এটা সাক্ষ্য হতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না যে, অপরাধ সংঘটনের সময় অপহৃত মেয়ের বয়স ষোল বৎসরের কম ছিল সেই ক্ষেত্রে ৩৬৩ ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যায় না।

[পি. এল. ডি. ১৯৫৯ (ঢাকা) ৭৫০]

২৯। **মেডিকেল সাক্ষ্য :** বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডাক্তার যে বর্ণনা দেন তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমর্থিত না হলে উক্ত বর্ণনার কোনই মূল্য নাই। *[৬ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ১৭৮]*

৩০। কোন নাবালিকার বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে ডাক্তার যদি শুধুমাত্র নাবালিকাকে ১৪ হতে ১৫ বৎসরের মধ্যের বয়স হিসাবে গণ্য করেন তবে তা যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হবে না। ডাক্তার কেন তাকে ষোল বৎসরের কম মনে করেন তার বৈধ কারণ দেখাতে হবে। *[১৩ ডি. এল. আর. (ডব্লিউ. পি.) ৬৫]*